# প্রণতি

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ,
ধ্যানযোগ, বাসন্তী গীতা, Whispers and Heart-Beats
প্রভৃতি প্রণেতা, শ্রীমদ্ভাগবতগীতার সংস্কৃত টীকাকার
ও ইংরেজী অনুবাদক, তত্ত্বরত্ন-বিদ্যাভূষণোপাধিক

**শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ভাগবতরত্ন, বি-এ**

প্রণীত

কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৭

মূল্য—কাগজের কভার ॥০, কাপড়ের বাঁধাই ॥৵০ ।

এই সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার বিল্ডিং ফণ্ডে অর্পিত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। গ্রন্থকার, 'প্রতিভা কুটীর', ১২নং পেয়ারাবাগান ষ্ট্রীট,
পোঃ আঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। অধ্যাপক জগচ্চন্দ্র পাল, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ,
পোঃ আঃ যাদবপুর, জেলা ২৪-পরগণা।

৩। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার অফিস্,
১৩৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। চুন্টা-প্রকাশ অফিস্,
১১নং এজ্রা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা, ২৫ নং ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট্ **কালিকা প্রেস** হইতে
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
১নং বৃন্দাবন বোসের লেন হইতে শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী এম,এ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

# প্রকাশকের নিবেদন

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ মহাশয়ের "প্রণতি"র মুদ্রণ ও প্রকাশ উপলক্ষবিশেষকে আশ্রয় করিয়া একটী সাড়ম্বর অনুষ্ঠান নয়। সারাজীবন নিভৃতে হৃদয়কন্দরে তিনি যে চিরসুন্দর স্বপ্রকাশ রসস্বরূপের আনন্দময় স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন,—যাঁহার মনোমোহন আহ্বানে মোহিত হইয়া তিনি সপ্রেম অন্বেষণ ও অভিসারের মধুপান করিয়াছেন—যাঁহার ক্ষণিক বিরহে ক্ষুব্ধ অভিমানে বলিয়াছেন "আর কি আসিবেনা ?"—মায়াস্বপ্নের অবসানে 'সফল জাগরণে' 'চির প্রহরী' প্রেমময়ের দর্শনে আপনাকে সমর্পিত করিয়া—নিবেদিত করিয়া—নিত্য-সঙ্গ ভিক্ষা করিয়াছেন,—যাঁহার প্রেমচক্রের চতুষ্পার্শ্বে তিনি চির-"সোহাগ," চির-বিলাস করিয়াছেন—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যাঁহার উদ্দেশে তিনি অনবরত ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন, "প্রভু তুমি, আমি মিছা, ওগো তুমি দেখো", সেই অনন্তদেবের শ্রীচরণে প্রবীণের এই জীবনব্যাপী সাধনার মূর্ত্তিস্বরূপ—"বিদুরের ক্ষুদ" স্বরূপ—এই "প্রণতি"। ঋষিপ্রতিম পণ্ডিতমহাশয়ের এই সুন্দর সরল সাধনা—তাঁহার এই "তুহুঁ তুহুঁ" ভাব আমার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছে। যাহাতে আমি নিজে রস পাইয়াছি তাহা অপরকে বিতরণ করার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। তাই, এই "প্রণতি" সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। ইতি

কলিকাতা
১৭ই মাঘ, ১৩৪৩

বিনীত
শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী

# গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

## ১। ধ্যানযোগ

ধ্যান-তত্ত্ব ও ধ্যান-সাধন বিষয়ক অভিনব গ্রন্থ। মূল্য ৵৹ আনা।

'Vibrant with tremors of living realities. Undoubtedly a fascinating and stimulating volume'.—*Patrika.*

'So much good matter in such a small compass!'
—*Indian Messenger.*

## ২। বাসন্তী গীতা

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামী লিখিত ভূমিকাসহ। মূল্য ॥৹, কাপড়ের বাঁধাই ॥৵৹।

'কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কাহারও হাত হইতে এরূপ রচনা বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না'।—মানসী।

'প্রকারে ও পরিমাণে বৃহৎ।'—কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর।

'গদ্যে সঙ্কলিত মধুর-কোমল-কান্তপদাবলী-সমাহৃত বিবিধ ভাব-বিলাস-সমন্বিত অপূর্ব কাব্য'।—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

'বঙ্গসাহিত্যে এই পুণ্যগ্রন্থ অনন্যসাধারণ ও বিশেষ সম্ভোগের বস্তু। ইহার তুলনা ইহা নিজেই'।—শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামী।

'বাঙ্গালা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ।'—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

'পুস্তকখানি অমৃতের বিন্দু'।—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

'পড়িয়া মনে হইল যেন একটি পুষ্পোদ্যানে বেড়াইয়া আসিলাম। ইহা একটি মধুচক্র'।—ডক্টর্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

'এই রসপরিবেষণ রসসম্বেদিগণের রসাস্বাদের ধন্যধ্বনিতে জয়যুক্ত হউক'।—ডক্টর্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

## ৩। উদীয়মানদের প্রতি—মূল্য ⁄৹

## ৪। Whispers and Heart-Beats.

(Foreword by Prof. W. Sutherland and by Pt. S. N. Tattvabhu'shan.) *Cloth-bound Rs. 2/-*

৫। **Srimadbhagavadgita** (Devanagar), by S. N. Tattvabhu'shan and S. C. Vedan'tabhu'shan.
Cloth-bound ... Rs. 2/8/-

# সূচী

# পরিচায়িকা

**প্রণতি**-পুস্তকখানি একজন প্রবীণ ভক্তকবির বিরচিত। ইঁহার বয়ঃক্রম এখন পঁচাত্তর বৎসর—এই গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখকের জীবনের অপরাহ্ণ ও গোধূলিকালে রচিত।

কবিতাগুলিতে লেখকের শুচিসংযত ভক্তিরসপ্লুত কারুণ্যঘন জীবনের পুণ্যচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কবি কোন কবিতায় 'ব্যবহার-রসে' অপচিত জীবনের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন,—কোন কবিতায় আপনাকে বিশ্ববিধাতার চরণে সাষ্টাঙ্গে সমর্পণ করিয়াছেন, কোন কবিতায় পরপারের আমন্ত্রণকে সাদরে বরণ করিয়াছেন। আবার কোন কবিতায় লেখক অতীত জীবনের কারুণ্যময়ী স্মৃতিকে গীতিতে পরিণত করিয়াছেন। কবির রচনায় মরণের ভীতিও গীতিরূপ ধরিয়াছে। বাৎসল্য ও মধুর রসের কবিতাও এই পুস্তকে আছে। সেগুলিও ভক্তি-রসের সোপানপরম্পরার মত প্রতিভাত হয়। লৌকিক প্রেমের স্মৃতিকে কবি ভাগবতী প্রীতির অমৃতহ্রদে শতদলের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পুস্তকের **প্রণতি** নামটি সার্থক। দেবতার প্রসাদ যেমন ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতীর্ণ হয়—হাট বাজারে বিকীর্ণ হয় না—বিক্রয়ের জন্য বিপণি-মণ্ডলে প্রেরিত হয় না; এই কবিতাগুলিও সেইরূপ ভক্তজনের জন্য উদ্দিষ্ট—সাহিত্যের গঞ্জবাজারের জন্য নয়। জীবনের গোধূলিলগ্নে লেখক কোন স্তুতিনিন্দার জন্য লুব্ধ নহেন, কেহ সমাদর না করিলেও লেখক ক্ষুব্ধ হইবেন না। দিন চলিয়া যায়, সূর্য্য অস্তগগনে ঢলিয়া পড়ে, সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমচ্ছটা দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়,—রাখিয়া যায় কুলায়াভিমুখী পাখীদের কণ্ঠে কলধ্বনি—আর ধরার দূর্ব্বাদলে কয়েকটি

শিশিরবিন্দু। সেই করুণকাকলী ও নীহারবিন্দুমালার মত এই কবিতাগুলিকে রাখিয়া লেখক চিরবিদায় লইতে চাহেন। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি

রসচক্র সাহিত্য সংসদ্
৯, শাহ্‌নগর রোড, কালীঘাট

**শ্রীকালিদাস রায়**

# পরিচিতি

পণ্ডিতবর শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণের নাম কবি হিসাবে আজ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত না হইলেও এমন একদিন ছিল, যেদিন তাঁহার কাব্যসাধনা "নব্য ভারত", "তত্ত্বকৌমুদী", "ব্রহ্মবাদী", "সেবক" প্রভৃতি পত্রিকার কলেবরে প্রকাশিত হইয়া সরল ও শুভ্র সৌন্দর্য্যে ভাবুক ও ভগবৎপ্রেমিকের চিত্ত আকর্ষণ করিত। সেদিন ছিল ভারতীয় সাধনা ও ধর্ম্মসংস্কারের সত্যকার পূজা-আরাধনার দিন। তাই শুভ্র শেফালিকা ও অনাড়ম্বর কুন্দটগরেরই আদর ছিল। গৃহে গৃহে তাহাতেই দেবসেবার কাজ চলিয়া যাইত।

পরবর্ত্তী যুগে যখন সেবার স্থান শোভাসজ্জা আসিয়া অধিকার করিয়া বসিল, তখন হইতেই এই সকল ফুলের আদর কমিল এবং তাহাদের স্থানে গোলাপ গন্ধরাজ আসিয়া দেখা দিল। তাহাতে সেবার সাজি ও পূজার পুষ্পপাত্র অধিকতর শোভাসমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু বাণীপূজা যে সার্থকতর হইল সে কথা বলিতে পারিনা। কারণ, যে বিনীত চিত্তভাব মাতৃপূজার প্রধান উপচার, তাহার সহিত আড়ম্বরের সম্বন্ধ অল্পই; পবিত্রতা ও সরলতাই তাহার প্রকৃষ্ট উপকরণ।

প্রবীণ শ্রীশচন্দ্র সেই সরল সাত্ত্বিক পূজার পূজারী। তাঁহার ছন্দে, বন্ধে বা রচনারীতিতে বৈচিত্র্য সৌষ্টবের ন্যূনতা থাকিলেও তাঁহার উপাসনামন্ত্রে কৃত্রিমতা বা আবিলতা নাই; তাঁহার ভগবৎপ্রেমের কবিতাগুলি তাই সরল, স্বচ্ছ ও চিত্তগ্রাহী। রুচির শুচিতায় তাঁহার কবিতাগুলি ফুলেরই মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আজকালকার তথাকথিত intellectual culture এর যুগে এমন এক শ্রেণীর কাব্যশিল্পীর আমদানি দেখা যাইতেছে, প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্বে তাঁহাদের যতই কেরামতি থাক্, রুচি বলিয়া কোন বস্তুর বালাই আছে বলিয়া বোধ হয় না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আদর্শবাদ স্বীকার করিয়া লইলেও, তাঁহাদের রচনায় সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বা রসানুভূতির পরিচয় সাধারণ চোখে বড় একটা মিলেনা। শ্রীশচন্দ্রের রচনায় নূতনত্বের এই সকল উচ্চ দাবী নাই, কিন্তু অনুভূতি, আকুতি ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী যদি কবিতার প্রকৃত অঙ্গ হয়, তবে "**প্রণতি**"র কবি শ্রীশচন্দ্রের যে কাব্যরচনায় অধিকার আছে, একথা বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছি না।

এই পর্য্যন্ত কবি-পরিচিতি করিয়াই ক্ষুদ্র ভূমিকা শেষ করিলাম। এ পরিচয় যথার্থ কিনা, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

ইলাবাস,
হিন্দুস্থান পার্ক্

**শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী**

# গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমার কন্যার জন্ম আমার নবজীবনের সূচনা। সেই হইতে ভগবচ্চরণে আমার সত্য প্রণতি এবং সেই উপলক্ষেই আমার কবিতার প্রথম স্ফুরণ। পরে অবস্থাবিশেষে মনের ভাব ও চিন্তা সময় সময় কবিতাতে লিপিবদ্ধ হয়। কোন কোন কবিতা এক সময়ে 'তত্ত্ব-কৌমুদীতে' প্রারম্ভিক প্রার্থনারূপে মুদ্রিত হয়। 'নব্যভারত', 'ব্রহ্মবাদী', 'সেবক', 'নির্ঝর', 'সম্মিলনী'প্রভৃতি পত্রিকাতেও অনেকগুলি কবিতা বাহির হইয়াছিল। এখন জীবনের সন্ধ্যাকালে 'ত্রিপুরা হিত-সাধিনী সভা' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত আমার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সেই সকল কবিতার অনেকগুলি এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিলাম।

আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সহকারী একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল্ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, এম্-এ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রকাশক হইয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ও শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যের নিকট আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। ইঁহারা উভয়ে প্রীতির সহিত এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং কবিশেখর মহাশয় তাঁহার কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও নিরতিশয় সহৃদয়তার সহিত ইহার প্রুফ্ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই বহুমানাস্পদ সুহৃদ্দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি

'প্রতিভা কুটীর',<br>
১২, পেয়ারাবাগান ষ্ট্রীট্,<br>
কলিকাতা,<br>
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ.

# উৎসর্গ

## প্রাণের কুমারী কল্যাণীয়া প্রতিভার করকমলে

১

সংসার-পথের মাঝে চলেছিনু নিঃসঙ্গ পথিক
আপনার হাসি অশ্রু লয়ে ; মোর ইহার অধিক
আর ত' ছিলনা কিছু। মাতৃমূর্ত্তি ধরি' কন্যা মোর
সহসা আসিলে তুমি, পরাইতে মোরে মায়া-ডোর।
এ জীবন ছিল মরু, তুমি মা গো রচিলে উদ্যান,
পূর্ণতার দিলে স্বাদ, রিক্ততার করিলে সম্মান।
তোমারে করিয়া কেন্দ্র ঘুরে সদা মোর সুখ দুখ,
তোমার আনন্দে হাসি, বেদনায় ঢাকি ম্লানমুখ।
তোমারে ধরিয়া বুকে সত্য সব সাধনা আমার,
নয়নে নয়ন রাখি' মধুময় হেরি এ সংসার।
তোমারে লভিয়া মাগো, সত্য মোর অর্চ্চনা, আরতি ;
তোমারে বেষ্টন করি' সত্য সব প্রাণের প্রণতি।

২

অস্তগামি-আয়ুসূর্য্য-ক্ষীণ-রশ্মিরেখার ইঙ্গিত
মনে কি জাগায়, মাগো, দিনান্তের বিদায়-সঙ্গীত ?
এ বৃদ্ধ পিতার সাথে বিচ্ছেদের ভয় কি মা হয় ?
জাননা কি যাঁরে পূজি তিনি সত্য, অমৃত, অক্ষয় ?

তাঁর ক্রোড়ে নিত্যবাস। ভূমার সে ধ্রুব সত্য-ভূমি
দিব্য নেত্রে দেখ মা গো,—দেখ সেথা আমি আর তুমি
অচ্ছেদ্য প্রেমের যোগে আছি দোঁহে চির বর্ত্তমান
একে অন্যে হ'য়ে সুখী,—এ সুখের নাহি অবসান।
এই ত' জীবন সত্য,—মরণের নাহি কোন ভয়,
ব্রহ্ম সত্য, প্রেম সত্য, যোগ সত্য—নাহিক সংশয়।
জীবন-সন্ধ্যায় তাই কম্প্রহস্তে করিয়া চয়ন
**'প্রণতি'** আমার মা গো, তব করে করিনু অর্পণ।

**বাবা**

## Paternal Love

"Certain it is that there is no kind of affection so purely angelic as that of a father to a daughter. He beholds her both with and without regard to sex. In love to our wives there is desire ; to our sons there is ambition ; but in that to our daughters there is something which there are no words to express."

—Addison

# প্রণতি

## বরণ

আজ মধু যামিনীর
শুভ্র জ্যোছনায়,
শান্ত স্নিগ্ধ মাধুরীর
বন্যা বয়ে যায় !
নীল-চন্দ্রাতপতলে
ইন্দু-তারকার
ছায়া ধরে নীলবক্ষে
সাগর উদার ।
বিশাল বারিধি-হৃদি
উদ্দাম অধীর,
ঊর্ম্মিমুখে ঊর্দ্ধে চায়
উচ্ছ্বসিত নীর ।
আকুল আবেগে সিন্ধু
উল্লাস-বিহ্বল,
বন্দনা করিছে তব
চরণ-কমল ।

## প্রণতি

শুষ্ক মরুভূমি আমি
উপকূলে তা'র
স্তব্ধ আজি, হেরি' তুমি
প্রেম-পারাবার।
লভেছি জনম মোর
ও সিন্ধু-সলিলে,
মোহের মদির মন্ত্রে
গিয়াছিনু ভুলে'।
আজ স্নিগ্ধ কৌমুদীর
পুলক-হিল্লোল,
উদ্বেল-উদ্‌ভ্রান্ত-মত্ত-
জলধি-কল্লোল,
জাগা'ল চেতনা নব
মদালস-প্রাণে,—
স্বপ্নভঙ্গে শিহরিনু
তব প্রেমাহ্বানে!
তোমারে বরণ করি,
যাচি, প্রাণ-তোষ,
শঙ্খে যেন বাজে সদা
সমুদ্র-নির্ঘোষ!

(পুরী, সমুদ্রতীর)

# প্রার্থনা

প্রভু, আমায় যবে  আনিলে ভবে,
বাঁধিলে প্রেম-ডোরে,
তুমি কত না ধনে,  কত যতনে,
সাজিয়ে দিলে মোরে।
আমি নয়ন খুলে'  নেশায় ভুলে'
হইনু অচেতন,
মিছা মায়ার ডোরে  ঘুমের ঘোরে,
রহিনু অনুখন।
আমি আদর করে'  নিইনি করে
তোমার যত দান,
ওগো হৃদয় খুলে'  গাইনি ভুলে'
প্রাণের যত গান।
তুমি বেদনা দিলে,  ঘুম ভাঙ্গালে,
খুলিলে যবে আঁখি,
আমি চেতনা পেয়ে  দেখিনু চেয়ে,
রয়েছি ধূলা মাখি।
জানি ছিলাম আমি  দিবস যামী
রাজদুলাল সম,
এবে আপন দোষে  হয়েছি শেষে
ভিখারী দীনতম।

তাই সঁপেছি মন, করেছি পণ
কণ্ঠবীণা খানি
লয়ে তোমার তানে, তুলিব প্রাণে,
তোমার জয়বাণী ;
আমি মরণ-তীরে, নয়ন-নীরে,
চরণ তলে তব,
ওগো পূজার ডালি ধরিব তুলি'
নিতুই নব নব।
তুমি শোভন করে' গড়েছ মোরে,
তুলনা তার নাই,
দেখো, তোমার গড়া রূপের ভরা
হয় না যেন ছাই,
ওগো, হয় না যেন ছাই।

# সুপ্রভাত

১

হৃদয়ের নীপকুঞ্জে, বাঁধি নীড়, পুঞ্জে পুঞ্জে
কুহক ছড়ায়ে ছিল মোহ-ইন্দ্রজাল ;
না চাহিতে আঁখি তুলি', আশার কোরকগুলি
ঢলিয়া পড়িয়াছিল, বৃন্তের হুলাল !

২

আজি মম সুপ্রভাত ;—সোহাগ-পরশে, নাথ,
পুলকে সে নীপবীথি জাগিল শিহরি ;
রচিয়া পূজার ডালা, হরষিল ফুল-মেলা,
আকুলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠ উঠিল কুহরি ।

৩

বেঁধে লও প্রেম-ডোরে, বিশ্বের দেউলে মোরে,
প্রেমের গৈরিকে, নাথ, দাও সাজাইয়া ;
ক্ষুদ্র কমণ্ডলু মম, ভরে' দাও, প্রিয়তম,
বাউল হইয়া ফিরি প্রেম বিলাইয়া ।

৪

উজলিবে প্রেম-ইন্দু, উথলিবে প্রেম-সিন্ধু,
বহিবে প্রেমের বন্যা, উদ্বেল, উদার ।
আশিস্ লইতে শিরে, উর্দ্ধমুখে করযোড়ে
হুয়ারে দাঁড়ায়ে, নাথ, সেবক তোমার ।

# মনোরথ

১

‘পিতা নোঽসি’ এক বাণী, বিশাল, বিপুল,
করিয়াছে মুখরিত বিশ্বের দেউল।
তথাপি অযুত কণ্ঠে উঠিছে ক্রন্দন—
কত হিংসা, কত দ্বেষ, কত অমিলন ;
বিবেকের পুরদ্বারে পড়েছে অর্গল,
নির্ব্বাসিত হয়ে গেছে প্রেম সুনির্ম্মল ;
ঘিরিয়াছে দিব্যালোক মোহের আঁধার।
মেলিছে বিবাদ-বহ্নি সপ্তজিহ্বা তার।

২

অতীত সমাধি ’পরে দাঁড়াইয়া আজ,
চাহিনু আশিস্ তাই, ওগো রাজ-রাজ।
পিতা তুমি, মোরা তব স্নেহকণা-ভাগী,
থাকিব তোমারে ধরি’, এই বর মাগি :
শুনিয়া তোমার বাণী যাইব চলিয়া,
তোমার আলোকে পথ লইব চিনিয়া ;
মিলনের ধর্ম্ম যেন লক্ষ্য হ’য়ে রয়,
ধরায় স্বর্গের ছবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩

আশিস্ লইয়া শিরে কায়-মনঃ-প্রাণে,
আশার জীবনখানি সঁপিনু চরণে।
লেখনী-চিন্তার মূলে তোমার শকতি,
সঞ্চার' তোমার প্রেম, হে জীবনপতি
ক্ষুদ্র এই তরী, নাথ, ঠিক পথে তার,
বাহিয়া লইয়া যাও হ'য়ে কর্ণধার।
আশায় বাঁধিয়া বুক, লয়ে তব নাম,
ভাসাইয়া তরী এবে করিনু প্রণাম।

৪

পূর্ণ কর মনোরথ, ওগো দয়াময়,
বিতরি মঙ্গল যেন সারা বিশ্বময়।
গৃহের মালঞ্চখানি সৌরভে পূরিয়া,
স্বর্গের সুষমা লয়ে উঠুক্ ফুটিয়া।
পুষ্পবেদী সুপবিত্র হইয়া রচিত,
সিংহাসন তব তাহে হোক্ প্রতিষ্ঠিত।
মুগ্ধ হোক্ বিশ্ববাসী পুরুষ রমণী,
হেরিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রেম-'সম্মিলনী'।

( 'সম্মিলনী'র প্রারম্ভিক কবিতা )

# কে আজ ডাকিছ মোরে ?

১

ছিনু আমি স্বপনের আলস-আবেশ-ঘোরে,
নির্জ্জন কুটীরে আসি' কে আজ ডাকিছ মোরে ?
হৃদয়ের অন্তঃপুরে শত বৈতালিক-গীতে,
শ্মশান ভরিয়া গেল কবিতার মধু-শ্রীতে !
চিতাভস্ম-স্তূপে ফুটে' উঠিল প্রসূনকুল,
স্বপন গুমরি' মরে, "সকলি যে ছিল ভুল !"

২

যৌবনের পুষ্প-বনে, উন্মেষিত আঁখি তুলি',
স্মিতমুখে চেয়েছিল আশার কলিকাগুলি ;
দারুণ আঘাতে দীর্ণ, বুকে লয়ে হাহাকার,
সঙ্গীত-নিশ্বাস ছাড়ি বৈতরণী হ'ল পার !
প্রতিধ্বনি আজি তার পর-পার হ'তে গায়,
"আমরা যে অগ্রদূত ! আয় আয় কুঞ্জে আয় !"

৩

পরাণের ঝোপে ঝাপে বিষাদ-শোকের ছায়া,
পল্লব-গুণ্ঠনে ঢাকে বিশীর্ণ মলিন কায়া ;
উত্তপ্ত নিশ্বাস আর নাহি করে উন্মোচন,
চাহিছে তুলিয়া আজি স্নিগ্ধ চারু বিলোচন ;
কুহকের ইন্দ্রজাল ছিঁড়িয়া হাসিয়া বলে,
"আমরা যে পুষ্পরথ, দলন-যন্ত্রের ছলে !"

৪

নব-রাগ-সঞ্জীবিত হসিত কুসুমদামে,
হরষ-পুলক-দীপ্ত পল্লবিত-ঘনশ্যামে,
হৃদি-ফুলবন আজি উৎসবে কম্পিত-কায়,
বহিতেছে উতরোল উৎসাহ-মলয়-বায় !
অনন্তের তীর্থযাত্রী নীরবে নিরালা ঘরে,
বাসর-শয়নে জাগে বরমাল্য লয়ে' করে !

৫

সজ্জিত বরণ-ডালা,—ভেটিতে পরশমণি,
মরম মথিয়া উঠে মঙ্গল আরতি-ধ্বনি,—
শ্মশানের ফুল-মেলা শিহরিছে ঐকতানে,
পথঘাট ভরে' গেল স্বর্গের বাহন যানে !
আরোহিয়া দিব্যরথে নিকুঞ্জে বরিতে ভোরে,
নিভৃত মন্দিরে আসি' কে আজ ডাকিছ মোরে ?

# স্পর্শমণি

তোমারি পরশে হেরি রোমাঞ্চ
এ বিশ্ব নিকেতনে,
শোভিত অযুত ফুলে মালঞ্চ
বসন্ত সমীরণে ;
মধুর গন্ধে হ'য়ে মাতোয়ারা
ছুটিল উদাসী বায়,
শ্যাম পল্লবে সাজিল এ ধরা
যৌবন-সুষমায় ;
পুলকে জ্যোছনা হাসিল শিহরি'
কাননে ফুটিল ভাতি,
মুগ্ধ বিহগ উঠিল কুহরি'
উল্লাস-মদে মাতি' ;
নবীন চেতনা লভি' চরাচর
নেহারে মোহন চাঁদে,
উৎসব-মোদে ভরে অম্বর
মন্দ মদির নাদে ;
হৃদয়ের বীণা ঝঙ্কারে নব
বাজিল মৃদুল রাগে,
গুঞ্জরি' গীত উদ্দেশে তব
ধাইল চরণ-আগে ;

আবেশ-মোহের বাঁধন টুটিল,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর,
ভুবন জুড়িয়া ছড়ায়ে পড়িল
মুক্ত পরাণ মোর ;
রুদ্ধ বুকের আকুল বাসনা
চাহিছে তোমারি পানে,
মুগ্ধ এ চিত ভুলিয়ে আপনা
ডুবিল তোমারি ধ্যানে !

## স্বপ্রকাশ

যোগমগ্ন ছিল বিশ্ব
নীরব, নিশ্চল,
এলাইয়া ছিল নিশা
আঁধার-কুন্তল,—
অনন্তের উপকূলে,
সৃজন-ঊষায়,
প্রকাশিলে, হে আলোক,
দীপ্ত সুষমায় !

প্রকৃতি বিম্বিল ছায়া
স্বচ্ছ দরপণে,
মিলন-সন্তাষ হ'লো
নয়নে নয়নে ;
হরষ-মঙ্গল-শঙ্খ
রণিয়া উঠিল,
ঐকতানে বিশ্ব-বেণু
প্রেমে ঝঙ্কারিল !
ধ্বনি পেলো প্রতিধ্বনি—
প্রাণ-বিনিময়,
উদ্ভাসিল তমঃ-পারে
রূপ জ্যোতির্ম্ময় ;
হৃদয়-ভবন হ'লো
দেবোত্তর ভূমি,
গোপন-মন্দিরে তার
বিরাজিলে তুমি !—
ভুবন-মোহিনী জ্যোতি,
দ্যুলোকে ভূলোকে,
তুমি যে গো স্বপ্রকাশ
তোমারি আলোকে ।

# চির সুন্দর

১

বহিছে মৃদুল শীতল সমীর
বিহগ কূজিছে ডালে,
ফুটিছে তারকা রত্ন-মালিকা
সন্ধ্যারাণীর ভালে।
আলোক আঁধার স্বপ্ন জাগর,
একত্র মিলিছে দুঁহু,
সুরভি ছড়ায়ে কুসুম রূপসী
রভসে কাঁপিছে মুহু!

২

আজি এ জীবন- কুঞ্জ-নিলয়ে
কার মধু-আলাপন,
কুহক-জড়িত মাধবী এ সাঁজে
করিছে সঞ্চরণ?
নয়ন-ভুলানো শান্ত সুষমা
শোভিছে ভুবন জুড়ি',—
প্রেম-সঙ্গীত উঠিছে আকুলি',
দিগ্‌দিগন্ত পূরি'!

৩

বনানী মাঝারে পুষ্পলতায়
স্থকোমল কিশলয়ে,—
স্ফুরিত অধরে, আঁখি তারকায়,
পুলকিত লোকালয়ে,—
রম্য মাধুরী, বিকশিল একি !—
ঘুচিল স্বপ্নঘোর।
নিখিল বিশ্ব পরশ-পুলকে
হরষে হইল ভোর !

৪

অন্তরে বসি' দিব্য মধুর
স্থরসে কণ্ঠ ভরে',
জীবন মরণ হুঁহু আবরিয়া
কে আজ ডাকিলে মোরে ?
মন্দ্রিয়া বাণী পূরিল সে রসে
মম হৃদি-কন্দর,
সুখ-সন্ধ্যায় চাহিয়া দেখিনু
তুমি চির স্থন্দর,
তুমি চির স্থন্দর,
তুমি চির স্থন্দর !

# সুর-বাঁধা

১

কেন গো মলয় আজি
অধীর চঞ্চল,
নেশায় বিভোর ভৃঙ্গ
পিয়ে পরিমল ;
প্রকৃতির কাম্যবনে
কৌমুদী-ঘটায়,
মাধবী মাধুরী ফোটে
মোহন ছটায় ?

২

শোভন সুযোগ একি
করিলে বিধান,
হে নাথ, মোহিতে মম
ক্ষুব্ধ মন প্রাণ ?
নয়নে পড়িল তাই
শান্ত, নির্নিমিখ,
নিখিল সৌন্দর্য্যে ভরা
আঁখি-পুণ্ডরীক !

৩

উচ্ছৃসিল বিশ্বময়
স্মিত সম্ভাষণ,
মোর বক্ষে প্রতিধ্বনি
করি' অন্বেষণ ;
অরুন্তুদ যাতনার
শর-শয্যা 'পরে,
উদ্দাম অহম্-বোধ
স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরে !

৪

জীবনের শ্যামকুঞ্জে
আঁধার নিবিড়
বেঁধেছিল বাসা, এবে
ভাঙিল সে নীড় ;
নিভৃত সে তপোবনে
করে সঞ্চরণ,
অনন্ত মরণ মাঝে
অনন্ত জীবন !

৫

হৃদয়-পাষাণ ভেদি'
গঙ্গোত্রী-নির্ঝর
প্রেম-বারি উৎসারিয়া
বহে নিরন্তর ;
অস্ফুট, অশ্রান্ত তার
মধুর নিক্কণ
বিশ্বের প্লাবন-গীতে
করিছে স্পন্দন !

৬

উৎক্ষিপ্ত অমিয়রাশি
ত্রিদিব-মন্থনে,
চরাচর মুখরিত
তারি আমন্ত্রণে !
ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে করে
ডাকি, হে দয়ালু,
ভরে' দাও আজি মোর
ক্ষুদ্র কমণ্ডলু।

৭

ওগো বিশ্ব-পুরোহিত,
প্রেমের যাজ্ঞিক,
আমারে সাজায়ে' দাও
যজ্ঞের ঋত্বিক্ ;
প্রাণের সর্ব্বস্বধন
অর্ঘ্য ল'য়ে পায়,
আমারে উদাসী কর
মত্ত মলয়ায়।

৮

পূরে দাও ক্ষীণ কণ্ঠে
তব সুধাসুর,
হোক্ তাহা চিরদিন
মূর্চ্ছনা মধুর।
যেন এ জীবন-কুঞ্জে
যুগ যুগান্তর,
গীতে, পুষ্পে বাঁধা হেরি
সুন্দরে সুন্দর।

# স্বপ্নভঙ্গ

১

পাখী যবে কল-রবে
কুঞ্জে কুহরিল,
আঁখি মেলি' ফুলগুলি
চমকি' চাহিল,—
মোহ-ঘোরে প্রীতি ডোরে
বাঁধা পড়ি' প্রাণ,
গীত-ছন্দে ফুল-গন্ধে,
যাচিল নির্ব্বাণ !

২

আচম্বিতে বাজে চিতে
প্রলয়-নিস্বন,—
মোহ-মেলা, মায়া-খেলা,
ভাঙ্গিল স্বপন।
কোথা সাথী ফুল-বীথি,
কোথা কল-রব ?
ঝরে' গেল, থেমে' গেল !—
ফুরা'ল উৎসব !

৩

বুঝি এবে যেতে হবে
ভবসিন্ধু-পারে,
নাহি সাথী, সম-ব্যথী
আঁধার পাথারে ;
একা আমি, বেলাভূমি,
করি বিচরণ,
ভাবি শেষে, তীরে বসে',
জীবন-মরণ।

৪

হেরি ফুটে, তমস্তটে,
আলোক-সম্ভার,—
কি মাধুরী, দিব্য পুরী,
অসীম-বিস্তার !
মুদে' আঁখি, চেয়ে' দেখি,
এপার ওপার,
দুই পুরী, আলো করি',
তুমি যে আমার !

# আসিবে না ?

১

যায় বেলা চলে' যায়,
হৃদয়মালঞ্চ, হায়,
তোমার নিশ্বাস বিনা
ফুটিল না, ফুটিল না !
নয়নে বহিছে লোর,
আকুল পিয়াসা মোর
তোমার আশ্বাস বিনা
মিটিল না, মিটিল না !

২

জ্বলন্ত চিতার সম
উত্তপ্ত পরাণ মম,
তোমার পরশ বিনা
জুড়াল না, জুড়াল না !
কাতর ক্রন্দন কত
উঠিতেছে অবিরত,
তব দরশন বিনা
ফুরাল না, ফুরাল না !

৩

আমি যে তোমারি লাগি,
বিরহ-বেদনে জাগি,
তৃষিত পানে কি চেয়ে
হাসিবে না, হাসিবে না ?
হে নাথ অন্তরযামী,
ডাকি হে দিবস-যামী,
দীনের কুটীরে কি গো
আসিবে না, আসিবে না ?*

## অনুশোচনা

১

ছুঁইলে আমারে যদি
হে প্রেম-পরশমণি,
কেন প্রাণ প্রীতি-পাশে
চির বাঁধা পড়িল না ?

* ( পূরবী, আড়া। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত, একাদশ সংস্করণ, ৫০৫ পৃষ্ঠা )

সুধার আস্বাদ যদি
দিলে হে অমিয়-খনি,
মানস-চকোর কেন
মত্ত হয়ে রহিল না ?
শুনালে আশার বাণী
হে অতুল, অনুপম,
শ্রবণ-কুহরে কেন
অবিরাম ধ্বনিল না ?
মাধুরী ফুটালে যদি
হে মোহন, মনোরম,
সুরভি-লাবণ্যে কেন
চিত্ত মম মোহিল না ?

২

বুঝিনু হারায়ে দিন
আজি হে অন্তরযামী,
করেছি অবজ্ঞা যত
এই মম দণ্ড তার !
অনেক করেছ ক্ষমা
হে করুণাময় স্বামী,
আবারও ক্ষমহ মোরে,—
কি বলিব আমি আর ?

নবীন চেতনা দাও
জীবনবল্লভ ধন,
ভুলায়ে মোহন রূপে
পাগল করহ মোরে ;
পরশ-আশ্বাসে নব
হে স্নিগ্ধ, শীত চন্দন,
হৃদয় জুড়ায়ে কর
চির-বন্দী প্রেম-ডোরে

## ভিক্ষা

প্রভু গো, কেন গো আমি
দূরে চ'লে যাই,
কেন সদা ভয়ে ভয়ে
জীবন কাটাই ?

তুমি যে আদর ক'রে,
দিয়েছ, দিতেছ মোরে
কত সুখ, কত শান্তি,
অন্ত নাহি পাই ;

যখন চেয়েছি যা-ই
শূন্য হাতে ফিরি নাই,
পূর্ণ সদাব্রত তব
মুক্ত সর্ব্ব ঠাঁই !

না চেয়ে যে কত পাই,
তথাপি সন্তোষ নাই,
এক কথা সদা মুখে—
'নাই, নাই, নাই' !

কতই বাসিছ ভালো,
আঁধারে দিতেছ আলো,
তবু কেন মোহ-ঘোরে
ছুটিয়া পালাই ?

জাগায়ে দিয়েছ আশা,
পরাণে অগস্ত্য-তৃষা,
কেন মায়া-মরীচিকা
খুঁজিয়া বেড়াই ?

কি ভ্রমে পড়েছি বাঁধা,
ঘুচে না আঁখির ধাঁধা,
শিহরি তরাসে, বুঝি
তোমারে হারাই।

এ ভুল,—বিষম দায়,—
ভেঙেও না ভাঙে হায়,
কায়া ছেড়ে মিছে শুধু
ছায়া পানে ধাই।

দাও শক্তি, দাও জ্ঞান,
সঁপি আজি মনঃ প্রাণ,
জন্মশোধ তব পদে
সর্ব্বস্ব বিকাই ;

আর কোন সাধ নাই,
তোমারে যেন গো পাই,
এ সাধ পূরিলে, নাথ,
কিছু না ডরাই ;

তোমারে ধরিয়া বুকে,
পার হই মন-সুখে,
জীবন মরণ দুই,—
এই ভিক্ষা চাই।

# থাকো সাথে দয়াময়

( ইংরাজী স্তোত্র অবলম্বনে রচিত )

১

আলোক নিবিয়া যায়,
আঁধার ঘনায় ধীরে,
বিষাদের কালো ছায়া
নিরাশ প্রাণের 'পরে ;
সহায় সম্বল হীন,
মনে বড় লাগে ভয়,—
অগতির গতি তুমি,
থাকো সাথে দয়াময় ।

২

জীবন-নদীর জলে
পড়েছে ভাঁটার টান,
ভাসিয়া চলেছে বেগে
সংসারের সুখ মান ;
ভাঙ্গাচোরা চারিদিকে,
বিচ্ছেদ, বিনাশ, ক্ষয়,—
ধ্রুব, নিত্য, সত্য তুমি,
থাকো সাথে দয়াময় ।

৩

রাজরাজেশ্বর রূপে
বিভীষিকাময় হ'য়ে,
এসো না কুটীরে, এসো
সান্ত্বনা, মমতা লয়ে ;
হইয়া ব্যথার ব্যথী
আর্ত্তনাদে সহৃদয়,—
পাতকীর বন্ধু তুমি
থাকো সাথে দয়াময়।

৪

অনুদিন, অনুক্ষণ
তোমাকেই চায় প্রাণ,
তোমার করুণা বিনা
আর কিসে পরিত্রাণ ?
আশ্রয় চালক মম
তব সম কেহ নয়,
আঁধারে আলোকে তুমি
থাকো সাথে দয়াময়।

৫

তোমার প্রসাদে, দেব,
অরি-ভয় নাহি রয়,
বিপদ লঘুতা লভে,
অশ্রুবারি মধুময় ;
মৃত্যুর যাতনা কোথা ?
কোথা শ্মশানের জয় ?—
কি আনন্দ, যদি তুমি
থাকো সাথে দয়াময় !

৬

নয়ন মুদিয়া আসে
দেখা দাও হেসে হেসে,
আঁধার উজলি', নাথ,
ল'য়ে যাও সেই দেশে ;
স্বরগের উষালোকে
মোহমায়া পায় লয়,
জীবনে মরণে তুমি
থাকো সাথে দয়াময় ।

( তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র, ১৩১৬ )

# জীবন-সন্ধ্যায়

১

সুনীল-সাগর-কূলে
স্তব্ধ নীলিমায়,
দেবীর নির্ম্মাল্য এক
সৌরভ ছড়ায় ;—

প্রভাত-শোভন ফুল্ল-
নলিনীর দল—
প্রসূনে প্রণব গাথা—
ভরা পরিমল ;
কামিনী মুকুল মঞ্জু,
মৃদুল, মেদুর,
আর্ত্ত-হৃদে ঢালে সুধা
সান্ত্বনা মধুর ;
প্রীতির প্রফুল্ল ছবি
নক্ষত্র-কিরণ,
সোহাগ মিশায়ে রচে
স্বপ্ন সম্মোহন !

অনিলে গুঞ্জরে মৃদু
বীণার ঝঙ্কার,
কলকণ্ঠে উঠে গীত
মাধুরী-সম্ভার,
ললিতে কোমল মিশে,
মধুরে শীতল,
উল্লাসে সাগর-বেলা
করে টলমল !
একাকী মুদিত কবি
সান্ধ্য নিরালায়
নেহারে মোহন দৃশ্য
জীবন-সন্ধ্যায়।

২

আলোক নিবিল ধীরে,
শান্ত সমীরণ ;
নীরব হইল কণ্ঠ,
বীণার নিস্বন।
নিবিড় জলদজাল
ঘেরিল অম্বর,
ডুবিল তিমির গর্ভে
সৈকত, সাগর।

বহিল প্রমত্ত বেগে
ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জন,
উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ দল
করে আস্ফালন।
সহসা ভাঙিল স্বপ্ন,
কাঁপিল হৃদয়,
আতঙ্কে পূরিল প্রাণ,
গর্জ্জিল প্রলয়।
কোথায় সান্ত্বনা, প্রীতি,
কোথা ফুলবাস ?—
সম্মুখে ফেনিলায়িত
ভীম অট্টহাস !

উত্তালে করাল মিশে
ক্রূরে ভয়ঙ্কর,
তরাসে সাগর-বেলা
কাঁপে থরথর !

একাকী স্তম্ভিত কবি
নির্জ্জন বেলায়,
নেহারে ভীষণ দৃশ্য
জীবন-সন্ধ্যায়।

৩

অবশ শিথিল তনু ;
স্তব্ধ মনঃপ্রাণ ;—
নিমেষে উভয় দৃশ্য
লভে তিরোধান।

প্রয়াণ করিল মায়া-
মোহের ছলনা,
কুহক-স্তিমিত আত্মা
লভিল চেতনা।
চারিভিতে হুঙ্কারিছে
প্রলয়ের ধ্বনি,
ভেসেছে ভাঁটার টানে
জীবন-তরণী।
নয়ন মুদিছে ধীরে ;
সম্মুখে পাথার,
তরঙ্গ-সঙ্কুল পথ—
অনন্ত-বিস্তার।
ফুটিল আঁধারে ক্ষীণ
আশার আলোক,
ভাতিল সুদূর পারে
ভূমানন্দ-লোক।

আলোকে আনন্দ মিশে,
উজ্জ্বলে নির্ম্মল,
নেহারে ভবিষ্য দৃশ্য
পথিক বিহ্বল।

একাকী প্রবুদ্ধ কবি
ভাসিল ভেলায়,
ত্যজি' মর্ত্ত্য মায়া-পুরী,
জীবন-সন্ধ্যায়।

—( পুরী, সমুদ্রতীর )

## নিবেদিতা

১

নব-বসন্ত-মুদিত-
মলয়-বীজনে,
উল্লাস-ঝঙ্কৃত-
বিহগ-কূজনে,—
ব্রীড়াবগুণ্ঠিতা,
বিনম্রা, কুণ্ঠিতা,
কে সতী অতিথি
কবির নিকুঞ্জে ?

২

পুণ্য-সৌরভ-মণ্ডিত
বিনোদ-মাধুরী,
শিথিল-বন্ধন
লম্বিত কবরী,
নেত্র-নীলোৎপল
পূর্ণ-পরিমল—
শোভনে, মলিনে,
কে লাবণ্য-পুঞ্জে ?

৩

পূত-প্রীতি-বিলসিত-
রুচির-হাসিনী,
রাহু-কবলিত-
পূর্ণেন্দু-ভাসিনী,
সন্তাপ-বিধুরা,
সংযম-মধুরা,
এসো মা সু-রমা,
মানস-মোহিনী

৪

তব সত্তা নিবেদিত
দেব-বিশ্বভৃতে,
শক্তি নিয়োজিত
পর-সেবা-কৃতে,
সফল জনম,
ধরম, করম,—
ধন্য পুণ্যশীলে,
যৌবনে যোগিনী

## এসো

১

কত সুরভি কুসুম
করিয়ে চয়ন,
এ হৃদয়-নিকুঞ্জে
রচিনু আসন,
আমি আশা-পথ চেয়ে
আকুল নয়ন,
নীরবে, বিরলে
জাগিতেছি নিশি নিশি হে।

২

নব হরষ-লালসে •
অধীর পরাণ,
তব দরশ-পিয়াসে
আর্ত্ত, আগুয়ান,
আজি পরশ-পুলক
করিছে সন্ধান,
উধাও, উন্মত্ত
ছুটিতেছে দিশি দিশি হে।

৩

ওহে এ নব-গুঞ্জিত
অনুরাগ আজি,
কত আকুল সঙ্গীতে
উঠিতেছে বাজি,
সবে প্রতীক্ষা করিছে
ল'য়ে ফুলরাজি,
চরণে সঁপিবে,
নাথ, তুমি নিও, নিও হে।

৪

যত সোহাগ, অর্চ্চন,
আরতি, হে স্বামী,
মম তর্পণ, বন্দন
ধায় অনুগামী,
মম ক্রন্দন, বেদন
সব দিনু আমি,
এসো মন্দিরে
মম পতি, মম প্রিয় হে।

## সফল জাগরণ

১

থেমেছিল সব কোলাহল
অরুণ গেছিল অস্তাচল ;—
দিগ্ দিগন্তর,
বিরাট অম্বর,
সুপ্ত, স্তব্ধ ছিল পৃথ্বীতল ;
নীরব তটিনী,
মূক বিহগিনী,
স্পন্দহীন সমীর চঞ্চল ;

নিঝুম, নিবিড়,
গভীর তিমির,
ছেয়েছিল শূন্য, জল, স্থল ;
শশাঙ্ক মলিন,
তারা জ্যোতিহীন,
ছিল ম্লান হৃদি-শতদল।

২

বাজিল যখন,
তোমার নিস্বন,
আলোড়িয়া ব্যোম, অন্তস্তল,
অখিল মথিয়া,
উঠিল স্ফুরিয়া,
উন্মাদী বিনোদ গীতদল ;—
নিকুঞ্জ নন্দিল,
পবন স্পন্দিল,
আনন্দে বন্দিল নভস্তল,
প্রাণের আহ্বানে,
প্রেম সম্ভাষণে,
পূর্ণ হ'লো অবনী মণ্ডল।

৩

অন্তর মাঝারে,
মিট্ মিট্ করে'
জ্বলেছিল দীপ ক্ষীণবল,
আঁধার সাগরে,
বিশ্ব চরাচরে,
ছড়াইল রশ্মি নিরমল ;–
বিষাদ মগন,
জড় জীবগণ,
হেরি সবে হরষ-বিহ্বল,
পুলকের ভারে,
আলোক-সম্ভারে,
বসুন্ধরা করে টলমল !

৪

এই জাগরণ,
প্রেম-নিমন্ত্রণ,
পরাণ-জুড়ান সুশীতল,—
এই দীপালোক—
অনিন্দ্য আলোক—
নিরুপম, নিত্য, সমুজ্জ্বল,—

এই গীতরাজি,
স্ফুরিল যা' আজি,—
দীনের যা' পাথেয়, সম্বল,—
চাহিছে ভিখারী,
দু'বাহু পশারি',
যেন, নাথ, হয় না বিফল।

## বেসুরো

অনুরাগ-মুঞ্জরিত
হৃদি-কুঞ্জ মাঝে,
রঞ্জিত অরুণ-রাগে
পত্র-পুষ্প-সাজে,—
একই ছন্দে কি মাধুরী
বিশ্বময় রাজে!
একই রাগে বিনোদিয়া
বিশ্ববংশী বাজে!
হে বিশ্বরঞ্জন, আজি
এ জীবন-সাঁঝে,
স্মরিয়া বিরাগ মম
মরে' যাই লাজে।

# সোহাগ

১

অবশ, উদাস প্রাণ,
শত দুখে ম্রিয়মাণ,
কাতরে মাগিল বর
বিধাতার পদতলে ;
দেবশিশু মহামায়া,
লভিয়া উজল কায়া,
অবতীর্ণ হ'লি এসে
তাই তাঁর কৃপাফলে

২

মুছাতে নয়ন লোর,
বৃন্ত-ভাঙ্গা মন মোর
বাঁধিতে চরণে তাঁর
অটুট প্রেমের ডোরে ;
শুভাশিস্ শিরে ল'য়ে
মূর্ত্তিমতী প্রীতি হ'য়ে,
ভুবন মোহিনী মেয়ে,
ঝাঁপায়ে পড়িলি ক্রোড়ে

৩

প্রাণের আকুল শ্বাস,
হৃদয়ের হা হুতাশ,
ঘুচা'তে মরম-ব্যথা
নিরমিলা বিধি তোরে ;

আয় আয় খুকুমণি,
আনন্দ-অমৃত-খনি,
মায়ার পুতলী মোর,
আয় দেখি প্রাণ ভ'রে

৪

সুধাই রে মন-চোর,
চম্পক কলিকা মোর,
কোথায় লুকিয়ে ছিলি,
কোন্ স্বপনের বনে ?—

কল্পনার কাব্যতীরে,
নন্দন-নিকুঞ্জে কি রে,
ফুটায়ে কনক-কান্তি
দিব্য-দীপ্তি-আভরণে ?

৫

মন্দার-সুরভি-ভার
দিতে বিশ্বে উপহার,
ফুল্লমুখে তুলেছিলি
কোন্ বসন্তের বায় ?

ললিত লাবণ্য ভরে,
দেহলতা টলে পড়ে,
রূপের মালঞ্চখানি
বুঝি ভেঙ্গে যায় যায় !

৬

ফুলদল বুকে দলি,
সেথা কি গুঞ্জরে অলি,
কুহরে কি পিক-বধূ
কুসুমিত-কুঞ্জ-ছায় ?

মধুর মধুপ-রবে,
বিহরে কি সেথা সবে,
কাননে প্রমোদ ভরে
উদাসী মলয় বায় ?

৭

পুষ্পিতা ব্রততী সেথা,
গায় কি প্রেমের গাথা,
মুখর সেথা কি প্রেম
নির্ঝরের কলস্বনে ?

মাধুরী-মদিরা পিয়ে,
বিভল, বিবশ হ'য়ে,
ঘুমায় প্রকৃতি সতী
মৃদু মধু সমীরণে ?

৮

কোমল কুসুম-গায়,
জ্যোছনা কি মূর্চ্ছা যায়,
শিহরি' কি সেথা ফুল
কৌমুদী-পরশে হাসে ?

শ্যামল-শৈবাল-কোলে,
বিকচ-নলিনী-দলে,
কাঁপিয়া তরঙ্গে রঙ্গে
শারদ সুষমা ভাসে ?

৯

সেথা কি রে দেববালা,
গাঁথিয়া ফুলের মালা,
করে নিত্য ফুল-খেলা
ফুল্ল নব বৃন্দাবনে ?

কুসুম-বন্যার জল,
তাই কি রে টলমল,
নীরবে নিথর দেহে
উছলিছে আনমনে

১০

আবেশের ঘুম-ঘোরে,
মায়াময় ফুল-ডোরে,
হৃদয়-নিকুঞ্জে বাঁধা
তুই কি রে কুহুরব ?

নেহারি' বদন-ইন্দু,
উথলিল সুখ-সিন্ধু,
পুলকে পূরিল হিয়া,
মধুর মধুর সব !

১১

কলকণ্ঠে উলুধ্বনি
করি' বন-বিহগিনী,
আকাশে উধাও হ'য়ে
গাইছে মঙ্গল-গান!

তোরে পেয়ে খুকুমণি,
বরষে বিটপি-শ্রেণী,
কুসুম অঞ্জলি ভরি',
সমীরণে ধরি' তান!

১২

সোহাগ করিতে তোরে,
তটিনী অফুট স্বরে,
ঊর্মি-বাহু প্রসারিয়া
করে মৃদু সঞ্চরণ!

তোরে খুঁজি' চারিপাশ
সমীরণ মৃদুশ্বাস
কেলি' করে নিশিদিন
মঞ্জু কুঞ্জে বিচরণ!

১৩

তুই কি রে ফুলবাস,
প্রকৃতির প্রেমোচ্ছ্বাস,
ললিত তড়িৎ-লতা
নিবিড় নীরদ কোলে ?

প্রতি অঙ্গে ওতপ্রোত
কোটি-চন্দ্র-করস্রোত,
শিহরে ব্রহ্মাণ্ড-তনু
আনন্দ হিল্লোল-দোলে !

১৪

সুকোমল, সুশীতল,
প্রীতি-ফুল্ল শতদল,
নির্ম্মল জ্যোছনা ঝরে
নলিন-নয়ন-কোণে !

ঢল ঢল রূপরাশি
শরতের রাকা শশী,
আয়রে বাছনি তোরে
রাখি হৃদে সঙ্গোপনে

# মায়া-মানুষ

১

হেথাকার নীপ-কুঞ্জ
চঞ্চল, ভঙ্গুর,
কুসুম-আস্তীর্ণ পথ
মরণ-বন্ধুর !
বেদনা-পীড়িত প্রাণ
ফেলি' উষ্ণশ্বাস,
আকুলি' ব্যাকুলি' সদা
করে হা হুতাশ।
কুহেলী-বেষ্টিত এই
ক্ষণিক বাসরে,
কাহার মাধুরী-লীলা
শোভে চরাচরে ?

২

কার আঁখি হ'তে ঝরে
লাবণ্য তরল,
জুড়ায় পরাণ ব্যথা-
বেদন-বিহ্বল।

কাহার ললিত কণ্ঠে
বীণার নিক্বণ,
পঞ্চমে গুঞ্জরি' উঠে
বিশ্ব-বিমোহন ;
মধুর পরশ দানে
কে করে লেপন
ত্রিতাপ-তাপিত বুকে
শীতল চন্দন ?

৩

সোহাগ, আনন্দ, অশ্রু,
প্রেম-সম্ভাষণ,
কাহার অঞ্চল ঘেরি'
করে গুঞ্জরণ ;
প্রাণের অগস্ত্য-তৃষা
সৈকতে কাহার,
তরঙ্গ শুষিতে গিয়ে
করে হাহাকার ;
জীবন-মরণ-কাঠি
ল'য়ে নিত্য কাল
কে বিশ্বের নাট্যশালে
রচে ইন্দ্রজাল ?

৪

হে নারি, তুমি না সেই
ভীষণ-সুন্দর,
রচিছ জীবন কুঞ্জে
অমা কোজাগর ?
তোমারি নয়ন-পাতে
শিহরে ভুবন,
প্রলয় গর্জ্জিয়া উঠে,
ফুটে বৃন্দাবন !
বৃদ্ধা হও, প্রৌঢ়া, কিংবা
যুবতী, বালিকা,—
মেয়ে নও, মায়া তুমি !
নারী প্রহেলিকা !

## দোটানা

আমি ত থাকিতে চাই
সংসারে ভুলিয়া,
কিন্তু প্রাণ কেন কেঁদে
উঠে আকুলিয়া ?—
এপারে টানিছে মোরে
মায়ার বাঁধন,

ওপারে প্রতীক্ষা করে
প্রেম-নিমন্ত্রণ ;
এদিকে মেলিছে দল
নন্দন-কলিকা,
ওদিকে কাতর দৃষ্টি
হানে শেফালিকা ;
হেথায় করুণ গীত
ফিরিছে গুঞ্জরি',
হোথায় কোকিল কণ্ঠ
মোহিছে কুহরি' !
ফেলিল বিপাকে একি
দোটানার পথ,
ঠেকিয়া রয়েছি মাঝে
'হরিশ্চন্দ্র রথ' !

## অন্বেষণ

১

অজ্ঞাত পিপাসা এক
জীবন-উষায়,
শৈশবে, কৈশোরে, পরে
মুকুল-যৌবনে,

জেগেছিল, হে সুন্দর,
খুঁজিনু তোমায়,
আকুল, পাগল-পারা,
ফিরিনু ভুবনে,

২

সম্ভাষিনু ফুলে ফুলে,
কুঞ্জ-লতিকায়,
ভ্রমিনু বাউল হ'য়ে
সংসার মাঝারে ;
কত না চরণ-তলে
লুটাইনু হায়,
বিকাইনু আপনারে
ফিরি' দ্বারে দ্বারে

৩

কিন্তু কই, পাইনি তো
তোমার সন্ধান,
কেহ না মুছিল মোর
গলদশ্রুধার,

সবাই দাঁড়ালো সরে'
করি' প্রত্যাখ্যান,
কাঁদিল হৃদয় মাঝে
ক্ষুব্ধ হাহাকার।

৪

প্রণয়-আহ্বান কত
চারিদিক হ'তে
করেছিল আমন্ত্রণ,—
কি ভীষণ হায়,
হৃদয়-বিবরে সুপ্ত
পরতে পরতে
চাতুরী, মাধুরী শুধু
আঁখি তারকায়।

৫

কুসুম-বিছানো পথ
প্রভাতে সম্মুখে
আছিল বিস্তৃত মম,
আমি ফুল্ল মনে

বাহিরিনু বিহরণে,
কিন্তু ম্লানমুখে
ফিরিনু কণ্টকবিদ্ধ
বিক্ষত চরণে।

৬

মোহিনী মূরতি কত
আলিঙ্গন-আশে
করিনু আবেগ-ভরে
বাহু প্রসারণ,
বন্দী হ'য়ে পড়িলাম
মোহ-নাগপাশে,
ফণীর দংশন করে
বক্ষ বিদারণ!

৭

মথিনু অমৃত-লোভে
সংসার পাথার,
উদ্গীর্ণ আমার ভাগ্যে
হ'লো হলাহল;

চিহ্ন তার আছে লেগে
কণ্ঠেতে আমার,
কর্ণ-মূলে জরা-মৃত্যু
করে কোলাহল।

৮

সেই হ'তে 'নীলকণ্ঠ'
মুদিল নয়ন,
আর না চাহিল ফিরে'
সংসারের পানে ;
অন্তরে হেরিল তব
দীপ্ত সিংহাসন,
বাহিরে বিচিত্র লীলা
বিশ্ব-দরপণে।

## প্রেম-চক্র

আমি শূন্য, মম অসীম পরিধি
জুড়িয়া নিখিল ঠাঁই,
এক সূর্য্য রাজে তাহে স্বপ্রকাশ,
দিবস রজনী নাই ;

পূর্ণ পয়োনিধি তুমি পুরোভাগে
আছ বক্ষ প্রসারিয়া,
বারি-বিন্দু আমি নিত্য রবিকরে
লই প্রাণে আকর্ষিয়া।
বাষ্পভরে যবে হৃদি মম হয়
কাণায় কাণায় ভরা,
অশ্রুকণা স্বামী, বরষিয়া আমি
সিক্ত করি তপ্ত ধরা।
সে নীর নির্ঝর-তটিনীর রূপে
বেগে ধায় অনুক্ষণ,
শিশুসম তব অঙ্কে আছাড়িয়া
করে আত্ম-সমর্পণ।

## চির-প্রহরী

তুমি যে গো দেখ মোরে,
অন্তরে, বাহিরে, ঘরে
নিশিদিন জেগে থাক,
নয়নে নয়নে রাখ,—
আঁধারে আলোকে দেখ,
চক্ষে না পলক পড়ে।

তব প্রেম-ঊর্ম্মি-মালা
ঘুচায় সকল জ্বালা,
নাহি ক'রে অবহেলা,
মরম পরশ করে।

কিবা স্বপ্নে জাগরণে,
কিবা শান্তি কিবা রণে,
আছি তব শ্রীচরণে,—
চিন্তা, ভয় যায় দূরে।

আমি দুঃস্থ, কিবা রুগ্ন,
দুঃখে বা দারিদ্র্যে মগ্ন,
তোমারি বক্ষেতে লগ্ন,—
পুলকে মন শিহরে।

তুমি সখা, বন্ধু, ব্যথী,
সহায়, সম্বল, সাথী,
তরণী, কাণ্ডারী, গতি,
দুস্তর ভব-সাগরে।

তাপদগ্ধ দিবাযামী
তোমাপানে ধাই স্বামী,
শঙ্কিত মরণে আমি,
উদ্ধার এ মোহ-ঘোরে

# নব বর্ষে

১

নূতন বরষে, নাথ,
এসেছি চরণে তব,
বহিয়া এনেছি যত
আকুল ক্রন্দন সব ;—
দিন, মাস, বর্ষ কত
একে একে গেল চলে,
কত কাজ প'ড়ে র'ল
করি, করি, কর্‌ব বলে' !

২

বরষে বরষে আমি
নবীন জীবন লাগি,
কত না কাতর প্রাণে
তোমার আশিস্ মাগি',
তিলে তিলে, পলে পলে,
জীবন ফুরা'য়ে যায়,
প্রাণের সংকল্পরাশি
পূরিল না হায়, হায় ।

৩

উৎসবের শুভযোগে
বেজেছে তোমার শাঁখ,
শুনেছে সেবক আজ
তোমার প্রেমের ডাক ;
তোমার মহান্ ধর্ম্ম
বাহিরিল দিগ্বিজয়ে,
ছুটিতে চাহিছি নাথ,
তোমার পতাকা ল'য়ে।

৪

এই বর দাও মোরে
হে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক,
তোমার আলোক নিত্য
হোক্ পথ-প্রদর্শক ;
জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পুণ্যে
কর মোরে শক্তিমান,
বিবেকে চালকরূপে
কর সদা অধিষ্ঠান ;

৫

বিশ্বাস, বৈরাগ্যে, দেব,
সাজাইয়া দাও মোঁরে,
করুণা-কপোত কর
অবতীর্ণ শির 'পরে।—
হৃদয় টলে না যেন
দেখো, নাথ, দেখো দেখো,
নিয়ত সেবার পথে
রেখো দাসে, রেখো রেখো।

# আহ্বান

১

আজি সুন্দর-চরণ-যুগ-কনক-রেণুকা
মোহন মাধুরী প্রাণে বরষিল গো,
নব-নির্ম্মল-করুণা-শশি-কিরণ-কণিকা
সুশীত পুলকে চিত পরশিল গো!

২

হের মধুর-মদির-মৃদু মলয়-পবনে
রসাল-মুকুলবুল বিকশিল গো,
ওগো বিহগ-কূজিত কিবা বিনোদ-বিপিনে
শ্যামল কুঞ্জে ফুল হরষিল গো!

৩

ওই নভো-বাতায়নে হের পূরব-তোরণে
তরুণ অরুণ ধরা উদ্ভাসিল গো,
ওগো অযুত-মুদিত-মধু-ললিত-স্বননে
উল্লাস-হরষ-রস উচ্ছ্বসিল গো !

৪

কিবা সুষমা-শোভিত নব বিপুল বিভব
সুরভি-সিক্ত গীত-অনুরাগ গো,
হের ভুবন ভরিয়া আজি মধুরিমা সব
ডাকিছে সঘনে 'সবে জাগো জাগো গো !'*

# নির্ঝরের প্রার্থনা

আশার স্বপন-কোলে, আলস-মন্থর,
বিজন আঁধারে ছিল এ ক্ষুদ্র নির্ঝর।
আজি তার খুলে' গেছে কারার অর্গল,
ছুটেছে সে অভিসারে অধীর, চঞ্চল।
ক্ষীণতনু রোমাঞ্চিত বিপুল পুলকে,
উঠিছে সে আকুলিয়া উচ্ছ্বসিত বুকে।

* কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে, সাঃ, ব্রাঃ, সমাজ প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত, ১১ সংস্করণ, ৬৭৫ পৃষ্ঠা।

সুদীর্ঘ, বন্ধুর পথ করি উত্তরণ,
চাহিছে তোমারে, সিন্ধো, করিতে বরণ,
প্রাণের গোমুখী-ধারা বহি' নিশিদিন,
সঁপিয়া তোমাতে চায় হইতে বিলীন।
আশীর্ব্বাদ কর, নাথ, গেয়ে তব নাম,
নির্ঝর যেন গো লভে তোমাতে বিরাম।

## বিদুরের ক্ষুদ

১

দেবি,
তোমারে বরণ করি।
এই মধু-নিশি-শেষে ঘুমের আবেশে,
আকুল পরাণে তোমারি উদ্দেশে,
এসেছি ছুটিয়া দুয়ারে তোমারি।

২

ওগো জানিনা কেন যে অতৃপ্তপিয়াসে
আসি' তব দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা-আশে,
ডাকিছে কাঙাল 'রাজরাজেশ্বরি'!

৩

হের তোমারি লাগিয়া নবীন পুলকে
উঠেছে ফুটিয়া স্নিগ্ধ ঊষালোকে
কত বনফুল, বিচিত্র মাধুরী !

৪

ওগো ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া বন, উপবন,
কত না কান্তার, পুষ্পিত কানন,
এসেছে অনিল নিকুঞ্জ-বিহারী ;

৫

হের আকুল হইয়া বহিয়া সুবাস
তোমারে খুঁজিয়া ফেলিছে নিশ্বাস,
তোমারি নিকুঞ্জে ফিরিছে গুঞ্জরি'।

৬

কত মত্ত মধুকরী মকরন্দ-আশে,
গুণ্ গুণ্ করি তোমারি উদ্দেশে,
এসেছে উড়িয়া আপনা পাশরি'।

৭

ওগো মোহের স্বপনে হ'য়ে উন্মাদিনী,
মধুর কূজনে, কত বিহগিনী
গাইছে কাননে বন্দনা তোমারি।

৮

আমি যে গো অতিদীন, নাহি ত্রিভুবনে
আপন বলিতে কেহ কোনখানে,
আমি যে একেলা পথের ভিখারী।

৯

ওগো এনেছি তুলিয়া নব বিকশিত,
সুষমা-শোভিত, প্রীতি-সুরভিত,
যূঁথী, শেফালিকা, চম্পক-মঞ্জরী।

১০

মোর ওই শুধু আছে, তাই এ প্রভাতে
বড় সাধে দেবি, এসেছি সঁপিতে
বিদুরের ক্ষুদ চরণে তোমারি।

১১

লহ তুচ্ছ উপহার; নলিন-নয়নে
চাহ একবার, চাহ মোর পানে,
দাঁড়াও সম্মুখে তোমারে নেহারি।

১২

ওই দৃষ্টি নিরমল পরাণ জুড়িয়া
ফুটায় কমল; থাকুক জাগিয়া,
পুণ্য গন্ধ তার দিবস শর্ব্বরী!

দেবি,
তোমারে বরণ করি।

# জাগরণ

তোমারি প্রেমের বন্যা
বহিছে আজি ভুবনে,
তোমারি মোহিনী বাণী
ছুটেছে শান্তি-পবনে !
রজনী হয়েছে ভোর,
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
জাগিয়া নবীনালোকে
চাহিনু মুগ্ধ নয়নে ।
শান্ত, দিব্য জাগরণ,
রম্য, দীপ্ত আভরণ,
নেহারি উজলি' বিশ্ব
ঝলকে প্রতি আননে ।
প্রাণিকুল মুখরিত,
প্রীতি-সুধা সুরভিত,
বিশাল বসুধা-বক্ষ
উথলে গীত-বন্দনে ।
রতন-বেদিকা তব,
বিচিত্র বিভূতি সব
দ্যুলোকে, ভূলোকে, দেব,
রাজিছে হৃদি-আসনে !

আজি এ মহোৎসবে,
তৃষিত মানব সবে,
কাতরে করুণা-তরে
নমি হে তব চরণে।
প্রেমের প্রতিমা মোরা
হয়েছিনু প্রেম-হারা,
বিশ্বরূপে প্রেমরূপ
নিরখি শুভ লগনে।
উর্দ্ধমুখে চেয়ে রব,
প্রসাদ মাগিয়া লব,
পূজিয়া, হে রাজ-রাজ,
হৃদয়-ফুল-চন্দনে।*

## সুসমাচার

১

আসিছ, হে বিশ্বরাজ,
রটিয়াছে ঘরে ঘরে,
ভক্তদল সঙ্গে লয়ে,
উৎসবে, বরষ পরে!

* কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে, সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত, ১১শ সংস্করণ, ৬৮৭ পৃষ্ঠা।

আবার শুকনা গাঙে
সহসা ডাকিবে বান,
জোয়ার আসিবে যেথা
পড়েছে ভাঁটার টান ;
মলিন পল্বল ক্ষুদ্র
পড়িয়া রয়েছে পাশে,
ছুটিবে সুদিন পেয়ে
সাগর-সঙ্গম-আশে ;
বহুকাল যে মালঞ্চে
ফুটেনি একটি ফুল,
হবে সেথা ফুলবীথি
গন্ধে দিক সমাকুল ;
নীরস বিটপী লতা
মঞ্জরিবে নব রাগে,
গুঞ্জরিবে মনোভৃঙ্গ
নবীন পিয়াসে জেগে !

২

শুনিয়া অধীর পান্থ
চাহিছে উদ্দেশে তব,
পরিহরি শর-শয্যা
উঠিছে আগ্রহে নব ;

নিরজন গৃহকোণে
মুছিছে নয়ন-জল,
শোক-শেল পাশরিছে,
নিবাইছে চিতানল ;
বাসনা-নির্ঝর তা'র
খুঁজিছে করুণ সুরে,
সাগর-সঙ্গম-তীর্থ
আছে আর কত দূরে ?
এত যার আকুলতা
আশার বারতা শুনে',
সে কি গো ফিরিবে ঘরে
শূন্য হাতে ক্ষুণ্ণ মনে ?
হোক্ না সে শুষ্ক, নাথ,
করুণার সিন্ধু তুমি—
চির-সিক্ত ক'রো তা'র
তপ্ত হিয়া মরুভূমি ।

# পূর্ণকাম

১

হৃদয়-সরসী তলে
অঙ্কুরিয়া ধীরে,
আশার কমল-কলি
ভেদিল আঁধার ;
ধীরে ধীরে উত্তরিল
আলোকের তীরে,
ঊর্দ্ধমুখে চাহিল সে
উদ্দেশে তোমার।

২

এক লক্ষ্য, এক ব্রত,
এক ধ্যান, জ্ঞান,—
দেখে নাই কভু, তবু
ছিলে না অজানা,—
অন্তরে সে সঙ্গোপনে
সঁপেছিল প্রাণ,
আজি তার পূর্ণ হ'লো
আকুল বাসনা !

৩

দূরে যারে ভেবেছিল
সে দিল ফুটায়ে,
খুঁজিয়া, ছুঁইয়া তা'র
সুকোমল দল,
তরুণ সে তনুখানি
হরষে বিছা'য়ে,
পাতিল পুলকে কলি
পরশে বিহ্বল।

৪

ছড়াইল চারিভিতে
মাধুরী মেদুর,—
সোহাগে মলয় তারে
নন্দিল আসিয়া ;
আবেগে অধীর-পারা
অলি ধরে সুর,
চুমিয়া অমিয় লুটে
আগু বাড়াইয়া।

৫

নিশ্বসি' সুরভি রেণু
মত্ত-অন্বেষণে,
আপনা বিলা'য়ে করে
লীলা সমাপন ;
প্রাণের দেবতা, তুমি
দেখিলে গোপনে,
অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য তার
কর গো গ্রহণ ।

## মোহিত

১

সুন্দর ভুবনে ফিরি নিশিদিন আমি
মুগধ-নয়নে
সন্ধান তোমার কবে পেয়েছিনু, নাথ,
কোন্ শুভক্ষণে !—
ছিন্ন হ'ল তায় যত সংসারের ঘোর,
ব্যর্থ ইন্দ্রজাল,
স্বপন-কুহক-মোহ কত না টুটিল,
ঘুচিল জঞ্জাল ।

২

বিষাদ-আঁধার রাশি, আর্ত্তনাদ কত
মরিল নিশ্বসি',
জীবন-আকাশ-পটে উঠিল ফুটিয়া
কোজাগর শশী।
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার, পরাণ ভরিয়া,
ডাকিনু প্রাণেশ,
কিবা অপরূপ-রূপ নেহারিনু তব
সম্মোহন বেশ।

৩

বহিয়া মলয়ানিল আনিল তোমার
স্নিগ্ধ পরিচয়,
মাধুরী তোমার কিবা ফুটালো জ্যোছনা
সারা বিশ্বময়।
নয়নে মাখালে একি মোহন অঞ্জন,
তাই বিশ্ব-পটে
মধুর, মঞ্জুল এক বিনোদ সুষমা
পুঞ্জে পুঞ্জে ফোটে।

৪

করি নিবেদন আজি রেখো এ নয়ন
স্বচ্ছ নিরমল,
বিস্মিত সতত নাথ, করো তাহে তব
আঁখি-শতদল।—
যেন মন-প্রাণ সব, ওই পানে চেয়ে,
দিয়ে উপহার,
জন্মশোধ আমি প্রভু লুটাইতে পারি
চরণে তোমার।

## নব জীবন

১

ঘুরিয়া ফিরিয়া, নাথ,
সংসার প্রান্তরে,
এসেছি দুয়ারে তব
শ্রান্ত কলেবরে।
অনন্তে লইতে পান্থে
আসিছে শমন,
সম্মুখে নিবিড়, ঘন,
আঁধার গহন।

মরণ-বন্ধুর পথে
করিব প্রয়াণ,
মৃত্যুহীন জীবনের
করিতে সন্ধান।

২

মনে পড়ে যৌবনের
পুষ্পিত উষায়,
ছুটেছিনু ইচ্ছাহীন,
লক্ষ্যহীন প্রায় ;
নয়ন আবরি' ছিল
মোহ-কুজ্ঝটিকা,
আগুলিয়া ছিল বাট
মৃত্যু বিভীষিকা।
কি মোহন মন্ত্র-বলে
আজি শুভদিন,
অর্গলিত পথ সেই
খুলিলে স্বামিন্ !

৩

সঞ্চারি' পরশ তব
নিগূঢ়, মধুর,
জাগাইলে হৃদি-তন্ত্রে
সম্মোহন সুর।

পুলকে রোমাঞ্চ নব
উঠিল কায়ায়,
স্মৃতিময়ী, প্রীতিময়ী
জীবন-সন্ধ্যায়।
চলে গেছে চির তরে
বিলাস-বিভ্রম,
জুড়িয়া বসেছে সেথা
দুশ্চর সংযম।

৪

মরুভূ-সমান এই
তপ্ত, শুষ্ক চিতে,
ঝঙ্কারে মুখর তব
প্রেম চারিভিতে।
বন্ধন টুটিছে, হেরি
সুন্দর ধরায়,
হ'য়ে গেছি বন্দী আমি
অপূর্ব্ব কারায়!
মমতা-জড়িত তব
ন্যায়ের শাসন,
বাসনা, প্রবৃত্তি যত
করেছে দলন।

৫

অহিরাবণের মত
কামনা নিচয়,
জন্মিয়াই রচেছিল
ভীষণ প্রলয় ;
হস্ত, পদ ভগ্ন এবে
কালনেমি প্রায়
সূতিকা-গৃহেই সবে
শ্মশানে লুটায়।
অন্তরে জেগেছে আশা,
দীপ্ত-হুতাশন,
তোমার বক্ষেতে, নাথ,
খুঁজিছে ইন্ধন।

৬

মরে' গেছে অবিশ্বাস,
সংশয়-কুহেলী,
আর কি আঁধারে পড়ি'
কভু পথ ভুলি !
অনন্তের আলো-কণা
মুক্ত বাতায়নে,
উজলিছে দিশি দিশি
পশিয়া পরাণে।

হৃদয়-মালঞ্চ আজি
গন্ধে ভরপূর্,
নন্দন-সুষমা তাহে
ফুটিছে মধুর।

৭

লইতে আশিস্, দেব,
চরণে তোমার,
বহিয়া এনেছি এই
দিব্য উপহার,—
নবীন জীবনখানি
লহ নাথ, লহ,
অনন্ত মিলন দিয়া
ঘুচাও বিরহ।
ভৃত্য আজি তব পদে
এই বর যাচে—
সে যেন অক্ষয় থাকে
বিশ্বাস-কবচে।

# সমর্পণ

১

যেদিন আমি তোমায় প্রভু,
পরাণ ভরি' ডাকি,
চোখের জলে ভাসা'য়ে বুক
পথটি চেয়ে থাকি,
সেদিন আমি দেখিতে পাই
সকল ব্যথা মাঝে,
আমারই এই বিজন ঘরে
তোমার প্রীতি রাজে

২

পরশ তব আপনি আসে
খুঁজিয়া অভিসারে,
বাছিয়া মোরে চিনিয়া লয়,
বিলায় আপনারে,
কত না গীত জাগিয়া ওঠে
পুলকে শিহরিয়া,
কোকিল যত বিহরে বনে
হরষে কুহরিয়া।

৩

পরাণ-কাড়া প্রেমের ডাক
ভাসিয়া আসে কানে,
তাপিত হিয়া জুড়া'য়ে যায়,
শকতি জাগে প্রাণে ;
সকল দুঃখ, দীনতা, জ্বালা,
মরম-ব্যথা সব,
পাশরি' যাই শুনিয়া তব
মধুর প্রেমরব।
আঁধার ঘরে ওগো আমার
মাণিক তুমি হও,
ভাঙ্গাচোরা জীবনটিরে
তোমার করে' লও ;
আপন সুরে ভরিয়া তা'রে
বাজাও নব রাগে,
ভুলাও মোরে দাঁড়া'য়ে এসে
মলিন আঁখি আগে।

৫

নেহারি' ঐ বদন-শশী
চিত-চকোর মম,
মজিয়া যাক্, ডুবিয়া থাক্,
মত্ত অলি সম।

লুটাই পদে আমারে, নাথ,
সঁপিয়া তব করে,
তোমার হ'য়ে থাকিতে পড়ে'
চাই যে চির তরে।

৬

আর যা' ছিল নিয়েছ সব,
রয়েছি শুধু আমি,
এবার তুমি আমারে লও,
দোহাই তব, স্বামী।
কাঁদিব আর দিন-রজনী
কত এমন করে',
তরাও ওগো পারিনে আর
রইতে একা পড়ে।

## অভিসার

ওই শুনি অনাহূত
উদ্দাম নিশ্বাসে,
কালের ভৈরব তূরী
কাণে ভেসে আসে ;

চির-নব বসন্তের
ধ্রুব অগ্রদূত
আসিছে ফুটায়ে ফুল
অযুত অযুত !
অদূরে আলোক-সিন্ধু,
তটকুঞ্জে তার
আজি মম জীবনের
অন্ত্য অভিসার !

পুলকে উদ্বেল হিয়া,—
ভেটিব বাহন,
আত্মার আসন্ন হেরি'
শুভ নিষ্ক্রমণ ;
বহিয়া বেদনা-ভার
আঁধার বিজনে
আশাপথ বাহি যাব
আলো অন্বেষণে ;
শান্তির শ্যামল কুঞ্জ
করিব সন্ধান,
মর্ত্ত্যের দহন দুঃখ
লভিবে নির্ব্বাণ ।

অন্তরে, নিভৃত পুরে,
করে জাগরণ
আকুল জিজ্ঞাসা এক,
'কোথা সে মরণ ?'
রুগ্ন, ভগ্ন দেহ, মন
উত্তরে তাহার,
আকারে ইঙ্গিতে করে
আভাস প্রচার।
মিলন-বাসনা তাই
পূর্ণ কূলে কূলে,
চেয়ে আছে পথ পানে
ব্যগ্র কুতূহলে।
চলেছি নিয়তি-পথে
বিধির ইচ্ছায়,
লইব আশিস্ তাঁ'র
নবীন ঊষায় ;
আকাশ-গঙ্গার তীরে
দিগ্‌বধূগণ
উলুধ্বনি করি' মোরে
করিবে বরণ।
হৃদয়-বেদিকা হ'তে
স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত

অন্তিম প্রার্থনা এই
হ'তেছে উত্থিত,—
'হে দরদি,রেখো মোরে
প্রীতিকুঞ্জে তব,
আশ্বাস, বিরাম, আলো
দিও নিত্য নব'।

## অন্ত্যগান

১

ফুরা'লো ভবের খেলা,
উপনীত সন্ধ্যা বেলা,
অপেক্ষা করিছে ভেলা
সাগরের কূলে গো;
একাকী কাঙাল বেশে,
যাইব নূতন দেশে,
তবুও আশার বাণী
বাজে শ্রুতি মূলে গো

২

না জানি সোহাগ ভরে,
সাগরের পরপারে,
রচিয়া রেখেছ গেহ
কোন্ শ্যামকুঞ্জে গো;

ঘুরিয়া ভবের হাটে,
আসিয়াছি খেয়া ঘাটে,
কেন ফুল বাটে বাটে
ফুটে পুঞ্জে পুঞ্জে গো !

৩

যৌবন গিয়াছে মরে',
তবু কেন এল ফিরে'
বসন্তের ভরা বন্যা
হৃদি-ফুলবনে গো !
মোহন-মাধুরী-মাখা,
আশার কিরণ-লেখা,
বিম্বিত আজিকে কেন
মালন নয়নে গো !

৪

কেন শ্রান্ত, জীর্ণ দেহে
সবেগে তড়িৎ বহে
কেন জাগে নব রাগে
প্রতি রক্তবিন্দু গো !
কেন সুপ্ত গীতরাজি,
আকুলি' উঠিছে আজি,
মুমূর্ষুর ক্ষীণকণ্ঠে
খুঁজি' প্রেমসিন্ধু গো !

৫

জানি আমি কোথা হ'তে
আলোক-বিছান পথে
মধুর আশ্বাস-বাণী
ভেসে আসে প্রাণে গো,
যে দু'দিন এই ভবে,
এখনো থাকিতে হবে,
চেয়ে রব নির্নিমেষ
ওই দিক্ পানে গো।

৬

তোমার কৃপার দান,
এই দেহ, মন, প্রাণ,
চরণে সঁপিয়া দিব
তোমারি বিধানে গো ;
অন্তিমে ঘুমা'য়ে হেথা,
বিসরি' সকল ব্যথা,
জাগিব আনন্দলোকে
উচ্ছ্বসিত গানে গো।

৭

মেখে দিও ফুলরেণু,
শ্যামল অঞ্চলে তনু
ঢাকিও, কোমল করে
          সান্ত্বনা বুলা'য়ে গো
শীতল পরশ দিয়া
জুড়া'য়ো তাপিত হিয়া,
বেঁধে রেখো কলকণ্ঠ
গৃহ-কুঞ্জ-ছায়ে গো।

৮

সাজা'য়ে নবীন সাজে,
ডেকে নিও নিজ কাজে,
জনম সফল যেন
          হয় সেই দেশে গো ;
এখানে রহিল যাহা
অপূর্ণ, যেন গো তাহা
পূরে সব, মেটে সাধ,
          অই পায়ে শেষে গো।

# মহাপ্রয়াণ

১

যে জন কাঁদিয়া গেল
এই মর্ত্ত্য বাসে,
আপনার কেহ যা'র
কাঁদিবার নাই,
আজি তা'র জন্মশোধ
অন্ত্যশয্যা পাশে,
নীরবে দাঁড়া'য়ে তুমি
কে পথিক ভাই ?

২

শুধাই তোমারে, ভদ্র,
আজি নিরালায়,
সে কি গো একেলা হেথা
বিজন কান্তারে ?
ভবিষ্য সর্গের এই
পূত ভূমিকায়,
নাই কি গো কেহ কোথা
সম্ভাষিতে তা'রে ?

৩

এই পুণ্য জাহ্নবীর
করুণ কল্লোল,
কুসুম-নিশ্বাস-বাহী
আকুল সমীর,
কলকণ্ঠ-বিনিঃসৃত
বিষাদ-হিল্লোল,
যামিনীর জ্যোৎস্না-সিক্ত
শিশিরাশ্রুনীর ;

৪

শ্যামল বিটপি-লক্ষ্মী
স্নিগ্ধ পুষ্পহার,
মাধবী-মাধুরী-ভরা
বিপুলা ধরণী ;—
এরা যে করিছে সবে
অন্ত্যেষ্টি-সৎকার
মরণ হয়েছে তা'র
বিশল্যকরণী !

৫

এই পূত·তীরোত্থিত
যুগান্তের কত
তপোবন-উচ্ছ্বসিত
শুভ্র সামগান,
কোটী মুক্ত-আত্মা সহ
হ'য়ে একত্রিত,
করেনি কি আজি এই
শয্যা তীর্থস্থান ?

৬

কত আশা ফেলেছিল
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
আজিকে জেগেছে সবে
শীতল বীজনে !
এ নহে কি তবে তা'র
ফুলশয্যা বাস ?
সে যে গো সুষুপ্তি-কোলে
রম্য জাগরণে !

৭

সংসারের প্রেম ছিল
স্বার্থ-বিনিময়,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছিল
কত ব্যবধান,—
মরণ-সমাধি-গর্ব্ভে
পেয়েছে বিলয়,
সকল দুঃখের আজি
হ'য়েছে নির্ব্বাণ।

৮

অনাবিল, মুক্ত প্রেম
হ'য়ে আগুয়ান্
সম্ভাষিয়া উথলিছে
আজি চারিভিতে
অনিন্দ্য আনন্দ-লোক
করিছে আহ্বান
মরতের 'নীলকণ্ঠে'
প্রীতি-সিক্ত গীতে

৯

যাও, ভদ্র, গৃহে ফিরে ;
বলিও সবারে—
'নিবেদিয়া অশ্রু-অর্ঘ্য
বিভুর চরণে,
আর্ত্ত, শ্রাদ্ধবিবর্জ্জিত
মৃত্যু-পর-পারে
চলে' গেছে দিব্য ধামে
প্রেম-নিমন্ত্রণে'